



মিসওয়াক শরীফের ফরযালত

(১০টি ঘটনা ও বর্ণনা সম্বলিত)



- মিসওয়াক করার দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়
- দাঁতের হলদে ভাব দূর করার পদ্ধতি
- মুসাফিরের জন্য ৮টি জিনিস নিজের সাথে রাখা সুন্নাত
- মিসওয়াকের দোয়া
- স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে মিসওয়াক কিনে নিলেন

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্বাস মালুমা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইব্রাহীম আত্তার কাদেরী রযবী



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
مَا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন
اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হলো;

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের
উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করো! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুত্তাতারাত্, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পাঠ করার আগে ও পরে একবার করে দরুদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ “কিয়ামতের দিন ঐ
ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন
করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি
আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ
থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না
(অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।”

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা বাইন্ডিংয়ে আগে
পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

মিসওয়াক শরীফের ফযীলত

(১০টি ঘটনা ও বর্ণনা সম্বলিত)

শয়তান আপনাকে লাঞ্ছনা অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই রিসালা
 সম্পূর্ণ পড়ে নিন, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى, আপনি মিসওয়াকের আশিক হয়ে যাবেন।

দরুদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে (ব্যক্তি) আমার উপর সারা দিনে
 ৫০বার দরুদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার সাথে
 মুসাফাহা করবো (হাত মিলাবো)।” (বশিকওয়াল, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

কখন মিসওয়াকের সাওয়াব পাওয়া যাবে না!

প্রত্যেক আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল: ভাল নিয়ত
 না হলে তার সাওয়াব পাওয়া যায় না। সুতরাং মিসওয়াক করার সময়
 এরূপ নিয়ত করে নিন: “সুন্নাতের সাওয়াব অর্জনের জন্য মিসওয়াক
 করবো এবং এর দ্বারা যিকির ও দরুদ এবং কোরআন তিলাওয়াত
 করার জন্য মুখ পরিষ্কার করবো।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

মিসওয়াক সম্পর্কিত ১০টি হাদীস শরীফ

﴿১﴾ মিসওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করা

মিসওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১০২,

হাদীস- ১৮) ﴿২﴾ মিসওয়াক সহকারে নামায আদায় করা, মিসওয়াক

বিহীন নামায আদায় করার চেয়ে ৭০ গুণ বেশি উত্তম। (শুয়াবুল ঈমান,

৩/২৬, হাদীস- ২৭৭৪) ﴿৩﴾ চারটি জিনিস রাসূলদের সুন্নাত: (১) সুগন্ধি

ব্যবহার করা (২) বিবাহ করা (৩) মিসওয়াক করা এবং (৪) লজ্জা

করা। (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ৯/১৪৭, হাদীস- ২৩৬৪১) ﴿৪﴾ মিসওয়াক করো!

মিসওয়াক করো! আমার নিকট হলদে দাঁত নিয়ে আসিও না। (জমউল

জাওয়ামে, ১/৩৮৯, হাদীস- ২৮৭৫) ﴿৫﴾ মিসওয়াকে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের

শিফা (আরোগ্য) রয়েছে। (জামে সগীর, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৪০) ﴿৬﴾ যদি

আমার আপন উম্মতের কষ্ট ও সমস্যার চিন্তা না থাকতো, তবে আমি

তাদের প্রতিবার অযুর সাথে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম। (বুখারী,

১/৬৩৭) ﴿৭﴾ মিসওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যিক করে নাও।

কেননা, এতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মাধ্যম

রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৪৩৮, হাদীস- ৫৮৬৯) ﴿৮﴾ অযু হচ্ছে

ঈমানের অর্বেক, আর মিসওয়াক হচ্ছে অযুর অর্বেক। (মুসল্লাফ ইবনে আবী

শায়বা, ১/১৯৭, হাদীস- ২২) ﴿৯﴾ মানুষ যখন মিসওয়াক করে নেয়, অতঃপর

নামায়ে দন্ডায়মান হয়, তখন ফিরিশতা তার পেছনে দাঁড়িয়ে কিরাত

শ্রবণ করে, অতঃপর তার নিকটে আসে, এমনিভাবে নিজের মুখ তার

মুখের সাথে লাগিয়ে দেয়। (আল বাহরিজ যাখার, ২/২১৪, হাদীস- ৬০৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাক্কাক)

﴿১০﴾ যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করলো এবং মিসওয়াক করলো, সুগন্ধি লাগালো, উত্তম কাপড় পরিধান করে, অতঃপর মসজিদে আসে এবং লোকদের গর্দানের উপর দিয়ে লাফিয়ে যায় না, বরং নামায আদায় করলো এবং ইমাম আসার পর (অর্থাৎ খুতবা এবং) নামায ক্ষেপে অবসর হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকলো, তবে আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুনাহ যা তার দ্বারা পুরো সপ্তাহে (সংগঠিত) হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করে দেন। (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪/১৬২, হাদীস- ১১৭৬৮)

মিসওয়াক করার দ্বারা স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে

আমীরুল মু'মিনীন, হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ বলেন: তিনটি জিনিস স্মরণশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে এবং কফ দূর করে: ﴿১﴾ মিসওয়াক ﴿২﴾ রোযা এবং ﴿৩﴾ কোরআনে করীমের তিলাওয়াত। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৩৬৪)

মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব হবে

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” এর প্রথম খন্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মাশায়েখে কিরামগণ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى) বলেন: “যে ব্যক্তি মিসওয়াকে অভ্যস্ত হয়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা পড়া নসীব হবে এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা নসীব হবে না।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

জ্ঞান বৃদ্ধিকারী আমল

হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম শাফেয়ী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: চারটি জিনিস জ্ঞান বৃদ্ধি করে: ﴿১﴾ অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, ﴿২﴾ মিসওয়াকের ব্যবহার, ﴿৩﴾ নেককার লোকদের সংস্পর্শ এবং ﴿৪﴾ নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (হযাভুল হায়ওয়ান লিত দামিরী, ২/১৬৬)

হযুর পুরনুর ﷺ কখন কখন মিসওয়াক করতেন!

প্রত্যেক নামাযের জন্য মিসওয়াক

হযরত সাযিয়্যুনা য়ায়েদ বিন খালিদ জুহ্নী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন ঘর থেকে কোন নামাযের জন্য ততক্ষন পর্যন্ত বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন না, যতক্ষন মিসওয়াক করে না নিতেন। (মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী, ৫/২৫৪, হাদীস- ৫২৬১)

ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করা সুন্নাত

হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, হযুর পুরনুর ﷺ এর নিকটে রাতে অযুর পানি এবং মিসওয়াক রাখা হত, যখন হযুর ﷺ রাতে ঘুম থেকে উঠতেন, তখন প্রথমেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেন অতঃপর মিসওয়াক করতেন। (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, হাদীস- ৫৬) হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম, রউফুর রহীম ﷺ যখনই রাত বা দিনে ঘুম থেকে জাগ্রহ হতেন, তখন অযু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন। (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, হাদীস- ৫৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মিসওয়াক করা সুন্নাত, ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের পেট দুর্গন্ধময় বাতাস মূখের দিকে উঠে আসে, যার কারণে মুখ দুর্গন্ধময় এবং স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়। এই সুন্নাতের বরকতে মুখ পরিষ্কার হয়ে যায়।

ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কাজ

হযরত শুরাইহ বিন হানি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন; আমি হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে জিজ্ঞাসা করলাম: হুযুর صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন: মিসওয়াক। (মুসলিম, ১৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৩)

রোযাবস্থায় মিসওয়াক

হযরত সাযিয়দুনা আমের ইবনে রবীয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; “আমি অসংখ্যবার মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে রোযাবস্থায় মিসওয়াক করতে দেখেছি।” (তিরমিযী, ২/১৭৬, হাদীস নং-৭২৫)

রোযাবস্থায় মিসওয়াক করার কিছু মাদানী ফুল

“বাহারে শরীয়াত” ১ম খন্ডের ৯৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: রোযাবস্থায় মিসওয়াক করা মাকরুহ নয় বরং যেমন অন্যান্য দিনে সুন্নাত তেমনি রোযাবস্থায়ও সুন্নাত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসান্নাৱাত)

মিসওয়াক শুধু হোক বা ভিজা, যদিও পানি দ্বারা ভিজানো হয়েছে, দ্বি-প্রহরের পূর্বে করুক বা পরে, কোন সময়েই মাকরুহ নয়। অধিকাংশ লোকের নিকট (এটা) প্রসিদ্ধ যে, দ্বি-প্রহরের পর রোযাদারের জন্য মিসওয়াক করা মাকরুহ, এটা আমাদের হানাফী মাযহাবের পরিপন্থী। (বাহারে শরীয়াত, ১/৯৯৭) যদি মিসওয়াক চিবানোর কারণে আঁশ ছিড়ে যায় বা স্বাদ অনুভব হয় তবে এমন মিসওয়াক রোযাবস্থায় ব্যবহার না করা উচিত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (সংশোধিত), ১০/৫১১)

দুনিয়া থেকে পর্দা করার পূর্বে মিসওয়াক

হযরত সাযিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন:

(হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) দুনিয়া থেকে পর্দা করার সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) জন্য কি মিসওয়াক নিবো? তখন হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পবিত্র মাথা মুবারক নেড়ে ইশারা করলেন: “হ্যাঁ।” সুতরাং আমি (আমার আপন ভাই) হযরত আব্দুর রহমান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে মিসওয়াক নিয়ে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে পেশ করলাম। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ব্যবহার করতে চাইলেন, কিন্তু মিসওয়াক শক্ত ছিলো, এজন্য আমি আরয করলাম: নরম করে দিবো? হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পবিত্র মাথা মুবারক নেড়ে ইশারা করলেন: “হ্যাঁ।” অতঃপর আমি আমার দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নরম করে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে পেশ করলাম। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ তা দাঁতে ঘষতে (ঘুরাতে) শুরু করলেন।

(বুখারী, ১ম ও ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৭, ৩০৮, হাদীস- ৮৯০, ৪৪৪৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (জাবারনী)

মুসাফিরের জন্য ৮টি জিনিস নিজের সাথে রাখা সুন্নাত

আমার আক্কা আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর শব্দেয় আব্বাজান রইসুল মুতাকাল্লিমিন হযরত মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লিখেন: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সফরে ﴿১﴾ মিসওয়াক, ﴿২﴾ সুরমাদানী ﴿৩﴾ আয়না ﴿৪﴾ চিরুনী ﴿৫﴾ কাঁচি ﴿৬﴾ সূই ﴿৭﴾ সুতা নিজের সাথে রাখতেন। (আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, ৯৬০ পৃষ্ঠা) অপর এক বর্ণনায় ﴿৮﴾ “তেল” শব্দটিও উল্লেখ রয়েছে। (সবুলুল হুদা, ৭/৩৪৭)

খাওয়ার পূর্বে মিসওয়াক

হযরত সাযিয়্যুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا খাবার খাওয়ার পূর্বে মিসওয়াক করে নিতেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ১/১৯৭)

দাঁতের হলেদে ভাব দূর করার ব্যবস্থাপত্র

হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “খাবারের পর মিসওয়াক করা দ্বারা দাঁতের হলেদে ভাব দূরীভূত হয়।”

(আল কামিল ফি দা'ফায়ির রিজাল, ৪/১২৩)

শতকরা ৮০ ভাগ রোগের কারণ

বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী “শতকরা ৮০ ভাগ রোগ পেটের পীড়া ও দাঁতের সমস্যার কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।” সাধারণত দাঁত পরিষ্কারের দিকে সজাগ না থাকার কারণে মাঁড়িতে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু সৃষ্টি হতে থাকে, অতঃপর তা পেটে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের রোগের কারণ হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

মিসওয়াকের ঔষধী গুণাগুণ

✽ আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ কোম্পানির গবেষণা অনুযায়ী মিসওয়াকের মধ্যে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ধ্বংস করার ক্ষমতা অন্যান্য যেকোন পদ্ধতির তুলনায় ২০ ভাগ বেশি রয়েছে।

✽ সুইডেনের বিজ্ঞানীদের এক গবেষণা অনুযায়ী মিসওয়াকের আঁশ ব্যাকটেরিয়াকে স্পর্শ না করেই সরাসরি (Direct) ধ্বংস করে দেয় এবং দাঁতকে অনেক রোগ থেকে বাঁচায়।

✽ ইউ এস ন্যাশনাল লাইব্রেরী অফ মেডিসিন (U.S. National Library of Medicine) এর প্রকাশিত গবেষণায় এটা বলা হয়েছে যে, যদি মিসওয়াক সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তবে তা দাঁত এবং মুখে পরিষ্কার করে এমনকি তা মাঁড়ি ঠিক থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম।

✽ এক গবেষণা অনুযায়ী যে সব লোক মিসওয়াকে অভ্যস্ত তাদের মাঁড়ি থেকে রক্ত বের হওয়ার অভিযোগ অনেক কম হয়ে থাকে।

✽ আমেরিকার আটলান্টায় দাঁত সম্পর্কিত এক অনুষ্ঠানে বলা হয়েছে যে, মিসওয়াকে এমন এক পদার্থ (Substances) থাকে, যা দাঁতকে দুর্বল হওয়া থেকে বাঁচায় এবং ঐ সকল ঔষধ যা দাঁত পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয়, সেই সব ঔষধ থেকে বেশি উপকারী হলো মিসওয়াক।

✽ মিসওয়াক দাঁতের জমে থাকা ময়লা দূর করে।

✽ মিসওয়াক দাঁতকে ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

✽ স্থায়ী সর্দি ও কাঁশির এমন রোগী যার কফ বের হয়না, যখন সে মিসওয়াক করে তখন কফ বের হতে থাকে এবং রোগীর মস্তিষ্ক হালকা হতে থাকে।

✽ প্যাথোলজিস্টের (Pathologists) অভিজ্ঞতা ও গবেষণায় এই কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, স্থায়ী সর্দি-কাঁশির জন্য মিসওয়াক সর্বোত্তম চিকিৎসা স্বরূপ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

মিসওয়াক দ্বারা পেটের গ্যাস ও মুখের ফোস্কার চিকিৎসা

মুখে অনেক ধরনের ফোস্কা, পেটের উষ্ণতা ও গ্যাসের কারনেই হয়ে থাকে। এর একটি ধরন এমনও রয়েছে, যার জীবানু ছড়িয়ে পড়ে, এর জন্য তাজা মিসওয়াক মুখে মালিশ করণ এবং এর দ্বারা যে লালা বের হয় তাও মুখের ভিতর ভালভাবে নড়াছড়া করণ।

إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ রোগ দূর হয়ে যাবে। কতিপয় লোক অভিযোগ করে যে, দাঁত হলদে হয়ে গেছে বা দাঁতের ধবধবে সাদা ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। এমন লোকদের জন্য মিসওয়াকের নতুন আঁশ খুবই উপকারী, তাছাড়া দাঁতের হলদেভাব দূর করার জন্যও খুবই উপকারী। মিসওয়াক দুর্গন্ধকে দূর করে এবং জীবানু নিঃশেষ করে, যার দ্বারা মানুষ অসংখ্য রোগ থেকে বাঁচতে পারে।

মিসওয়াকের দোয়া

কিছু ওলামায়ে কিরাম رَحْمَهُمُ اللهُ تَعَالَى বলেন: মিসওয়াক করার সময় এই দোয়া পাঠ করণ।

اللَّهُمَّ بَيِّضْ بِهِ أَسْنَانِي، وَشَدِّدْ بِهِ لِسَانِي، وَثَبِّتْ بِهِ لَهَاتِي، ﴿١﴾
وَبَارِكْ لِي فِيهِ، يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ

(১) অনুবাদ: অর্থাৎ হে আল্লাহ! এর দ্বারা আমার দাঁতকে সাদা, মাঁড়িকে মজবুত এবং গলায় শক্তি দান করণ, এবং আমার জন্য এতে বরকত দান করণ, হে সবচেয়ে বড় দয়াবান। (শরহুল মুহাযযাবী লিন নববী, ১/২৮৩)

রাসুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” (তাবারনী)

﴿۲﴾ اللَّهُمَّ طَهِّرْ فَيْئِي، وَتَوَّرْ قَلْبِي، وَطَهِّرْ بَدَنِي، وَحَرِّمْ جَسَدِي
عَلَى النَّارِ، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۲

মাদানী ফুল: চাইলে দু'টি দোয়াই পাঠ করুন বা যে কোন একটি পাঠ করে নিন।

মিসওয়াকের ১৪টি মাদানী ফুল

✽ মিসওয়াক পিলু অথবা যয়তুন বা নিম ইত্যাদি তিজ্ঞ গাছের হওয়া চাই ✽ মিসওয়াক মোটা হতে হবে কনিষ্ঠা আঙ্গুল পরিমাণ ✽ মিসওয়াক যেন এক বিঘত অপেক্ষা লম্বা না হয়, কেননা এর উপর শয়তান বসে ✽ মিসওয়াকের আঁশগুলো যেন নরম হয়, কারণ শক্ত আঁশ দাঁত ও মাঁড়ির মধ্যে ফাঁক সৃষ্টির কারণ হয় ✽ মিসওয়াক তাজা হলে তো ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে নরম করে নিন ✽ চিকিৎসকদের পরামর্শ হচ্ছে, এর আঁশগুলো দৈনিক কাটতে থাকুন

মিসওয়াক করার পদ্ধতি

✽ দাঁতের প্রস্থে মিসওয়াক করুন ✽ যখনই মিসওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করবেন, প্রতিবারই মিসওয়াক ধুয়ে নিন।

(২) অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমার মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অন্তরকে আলোকিত, শরীরকে পবিত্র এবং আমার শরীরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দাও এবং আমাকে তোমার রহমতে তোমারই নেককার বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবরানী)

✽ মিসওয়াক ডান হাতে এইভাবে ধরবেন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল নিচে, মাঝখানের তিন আঙ্গুল উপরে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল মিসওয়াকের মাথায় থাকে, প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে অতঃপর ডান দিকের নিচের অংশে, তারপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহে মিসওয়াক করুন, ✽ মুষ্টিবদ্ধ করে মিসওয়াক করলে অর্শ্বরোগ হওয়ার আশংকা থাকে, ✽ মিসওয়াক সূন্নাতে কাবলিয়া (অর্থাৎ মিসওয়াক অযুর পূর্বকার সূন্নাত, অযুর মধ্যকার সূন্নাত নয়, সুতরাং অযু শুরু করার পূর্বে মিসওয়াক করুন অতঃপর তিনবার করে উভয় হাত ধুয়ে নিন এবং পদ্ধতি অনুযায়ী অযু সম্পন্ন করুন) তবে মিসওয়াক করা তখনই সূন্নাতে মুয়াক্কাদা যখন মুখে দুর্গন্ধ থাকে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৮৩৭ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের জন্য মিসওয়াক করা বিবি আয়েশার সূন্নাত

✽ “মলফুযাতে আ'লা হযরত”এ বর্ণিত রয়েছে: “মহিলাদের জন্য মিসওয়াক করা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর সূন্নাত। কিন্তু যদি তারা না করে তবে কোন অসুবিদা নেই। তাদের দাঁত ও মাঁড়ি পুরুষের তুলনায় দুর্বল হয়ে থাকে, (তাদের জন্য) মিস্‌সী (অর্থাৎ- মহিলাদের মিসওয়াক) দাঁতের মাজনই যথেষ্ট।” (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

যখন মিসওয়াক ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে যায়

✽ যখন মিসওয়াক ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে যায় তখন যেখানে সেখানে ফেলে দিবেন না, কারণ এটা সূন্নাত আদায় করার উপকরণ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবরানী)

কোন স্থানে সাবধানে রেখে দিন অথবা দাফন করে ফেলুন, অন্যথায পাথর ইত্যাদির সাথে বেধে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন। (বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ডের ২৯৪ থেকে ২৯৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

আপনি কি মিসওয়াক করতে জানেন?

হতে পারে আপনার অন্তরে এই ধারণা আসছে যে, আমি তো অনেকদিন ধরে মিসওয়াক ব্যবহার করছি, কিন্তু আমার তো দাঁত এবং পেট দু’টিরই অবস্থা খারাপ! হে আমার সহজ সরল ইসলামী ভাই! এতে মিসওয়াকে নয়, আপনার নিজেরই অপূর্ণতা রয়েছে। আমি (সঙ্গে মদীনা عَفِيَّ عَنْهُ) এর এই ফলাফলে পৌঁছেছি যে, সম্ভবত হাজারের মাঝে এক আধজন এমন রয়েছে, যে সঠিক পদ্ধতিতে মিসওয়াক ব্যবহার করে থাকে, আমরা সচরাচর তাড়াতাড়ি দাঁতে মিসওয়াক মালিশ করে অযু করে চলে যাই অর্থাৎ এমন বলুন যে, আমরা মিসওয়াক নয় বরং “মিসওয়াকের রীতি” আদায় করছি!

মিসওয়াকের আশিকের ১০টি ঘটনা, বর্ণনা সমূহ

❦ ১ ❦ বাঁকা মিসওয়াক

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এক স্থান থেকে দু’টি মিসওয়াক নিলেন, যাতে একটি কিছুটা বাঁকা ছিলো এবং অপরটি সোজা। হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সোজা মিসওয়াকটি নিজের সঙ্গী সাহাবীকে দিয়ে দিলেন এবং বাঁকাটি নিজের জন্য রেখে দিলেন। ঐ সাহাবীটি আরয করলেন: ইয়া রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আল্লাহর শপথ! আপনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সোজা মিসওয়াকেরই বেশি হকদার। ইরশাদ করলেন: “যখনই কোন ব্যক্তি কারো সঙ্গে অবলম্বন করে, যদিও দিনের এক মুহুর্তের জন্যও হয়, তবে কিয়ামতের দিন সেই সাক্ষাৎ (সঙ্গ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

(কুতুল কুব্ব, ২/৩৮৭, ইহইয়াউল উলুম, ২/২১৮)

﴿২﴾ মিসওয়াক চুষা কেমন?

“দুররে মুখতার” এর ইবারত: “মিসওয়াক চুষার ফলে অন্ধত্ব সৃষ্টি হয়”, এর আলোকে “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: না চুষে লালা বের করা সম্পর্কে হাকীম তিরমিযী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “মিসওয়াক করার সময় প্রথমে দিকে বের হওয়া লালা গিলে ফেলুন, কেননা এটা কুষ্ঠ ও ধবল (অর্থাৎ রক্ত নষ্ট হওয়া জনিত রোগ) এবং মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের জন্য উপকারী।” (রদ্দুল মুহতার, ১/২৫২)

﴿৩﴾ পাগড়ী শরীফে মিসওয়াক

“ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: কিছু কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ পাগড়ী শরীফের প্যাচেও মিসওয়াক রাখতেন।

(রদ্দুল মুহতার, ১/২৫১)

﴿৪﴾ কানের উপর মিসওয়াক

হযরত সাযিয়দুনা যায়িদ বিন খালিদ জুহনী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ মসজিদে নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে আসার সময় মিসওয়াক তাঁর কানের উপর এমন ভাবে রাখা থাকতো যেমন লিখকের কানের উপর কলম রাখা থাকে। (তিরমিযী, ১/১০০, হাদীস নং-২৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উম্মাল)

﴿৫﴾ ঘাড়ে মিসওয়াক

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫১৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ইমামা কে ফাযায়িল” এর ৪০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমাদের নিকট থেকে ওয়াদা নেয়া হয়েছে যে, অযু এবং প্রত্যেক নামাযের পূর্বে নিয়মিত মিসওয়াক করবো, যদিও বা আমাদের মধ্য থেকে অধিকাংশেরই (মিসওয়াক যেন হারিয়ে না যায়, সেজন্য) নিজেদের ঘাড়ে দড়ি দিয়ে মিসওয়াক বেঁধে রাখতে হতো বা পাগড়ীর সাথে বেঁধে রাখতাম, আর পাগড়ী যদি শুধু সারবন্দ দ্বারা হতো এবং যদি শুধু টুপি হতো, তবে এর উপর শক্ত করে পাগড়ী বাঁধতাম এবং মিসওয়াককে বাম দিকের কানের দিকে পাগড়ীর সাথে আটকে রাখতাম। (লাওয়াকেহেল আনওয়াল, ১/১৬)

ফিতনার আশংকা থাকলে মুস্তাহাব ত্যাগ করতে হবে

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ মিসওয়াকের প্রতি ভালবাসার মারহাবা! এবং তাদের প্রিয় অভ্যাসের প্রতি শত কোটি মারহাবা! এটা মনে রাখবেন, আজকাল মিসওয়াক কানে রেখে বা গলায় ঝুলিয়ে অথবা পাগড়ী শরীফে রেখে কেউ যদি ঘর থেকে বের হয়, তবে সম্ভবত লোকেরা হাসি-ঠাট্টা করবে, সুতরাং সব সাধারণের সামনে এরূপ না করা চাই। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খিদমতে একটি বিশেষ মুস্তাহাব কাজ করা

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, (অর্থাৎ ফতোওয়া চাওয়া হলো) যেহেতু সেই মুস্তাহাব কাজটির উপর আমল করাতে ভারতে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো, সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “যেখানে তার প্রচলন রয়েছে সেখানে মুস্তাহাব, (কিন্তু) ভারতের শহরে এর নাম নিশানাও নেই, যদি কেউ করে তবে অঙ্ক লোকেরা হাসি-ঠাট্টা করবে এবং শরীয়াতের মাসআলার প্রতি হাসি-ঠাট্টা করা নিজের দ্বীনকে ধ্বংস করা, তাই এর উপর আমল করার প্রয়োজন নেই। একটি মুস্তাহাব আমল করা এবং মুসলমানকে এমন কঠিন বিপদে (অর্থাৎ শরীয়াতের মাসআলার প্রতি হাসি-ঠাট্টা করার বিপদ) ফেলা পছন্দনীয় নয়।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৬০৩)

কানে কলম রাখা

লিখকের কানে কলম রাখা ভাল, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাবিত رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন যে, আমি নবী করীম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাঁর সামনে কাতেব (অর্থাৎ একজন লিখক) ছিলো, আমি ছুঁয়ে আনওয়ার মাসআলা কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, কলম তোমার কানে রাখো। কেননা, এটা ফলাফলকে অনেক বেশি স্বরন করিয়ে দেয়।

(তিরমিযী, ৪/৩২৭, হাদীস নং-২৭২৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসিসর, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যদি কাতেব (অর্থাৎ লিখক) কলম কানের সাথে লাগিয়ে রাখে তবে তার সেই উদ্দেশ্য স্মরণে থাকবে যা তাকে লিখতে হবে। উত্তম হচ্ছে যে, কলম ডান কানে রাখা। আল্লাহু তাআলা প্রত্যেকটি জিনিষে কোন না কোন প্রভাব রেখেছেন, কলম কানের সাথে লাগানোতে এই প্রভাব হয় যে, তার (অর্থাৎ কানে কলম রাখা ব্যক্তির) রচনার বিষয়টি স্মরণে থাকে। (মিরাতুল মানাযিহ, ৬/৩৩৪) আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও হতে পারে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মিসওয়াক রাখার জন্য বিশেষ পকেট বানিয়ে নিন

সম্ভব হলে নিজের জামার বুকের ডানে বামে দু'টি পকেট বানিয়ে নিন এবং হৃদয়ের পাশে (অর্থাৎ বাম দিকে) মিসওয়াক রাখার জন্য ছোট একটি পকেট বানিয়ে নিন। আর এভাবেই প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাত মিসওয়াক শরীফ বুক এবং হৃদয়ের সাথে লেগে থাকবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿৬﴾ স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে মিসওয়াক কিনে নিলেন^(ঘটনা)

হযরত সাযিয়দুনা আবদুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হযরত সাযিয়দুনা আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর অযুর সময় মিসওয়াকের প্রয়োজন হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু পেলেন না। এজন্য এক দীনারের (অর্থাৎ একটি স্বর্ণের মুদ্রা) বিনিময়ে মিসওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন। কিছু লোক বলল: এটা তো আপনি অনেক বেশি খরচ করে ফেলেছেন! কেউ এত বেশি দাম দিয়ে কি মিসওয়াক কিনে? হযরত আবু বকর শিবলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর সমস্ত বস্তু আল্লাহ তাআলার নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য রাখেনা। যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি কি উত্তর দেব, “তুমি আমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত (মিসওয়াক) কেন ছেড়ে দিলে?” যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তা আসলে তো, আমার নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য ছিলো না। আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতকে (মিসওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলেনা? তখন কি জবাব দিবো। (লাওয়াকিহুল আনওয়ার থেকে সংক্ষেপিত, ৩৮ পৃষ্ঠা) তাঁর উপর আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اَمِينٌ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো? আমাদের পূর্ববর্তী বুয়ূর্গরা সুন্নাতকে কিরূপ ভালবাসতেন? হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এক দিনার (অর্থাৎ স্বর্ণের আশরাফী) প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত মিসওয়াকের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো **رَبِّهِمْ أَشْرَفُ عَلَيَّ**! স্মরণে এসে যাবে।” (সায়িদাতুদ দারাদ্দীন)

﴿৭﴾ চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো! (যটনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতিটি সুন্নাতেই হিকমতের ধনভান্ডার, মিসওয়াকের কথায় ধরুন! এই সুন্নাতের বরকত সম্পর্কেই-বা কি বলবো! এক ব্যবসায়ীর বর্ণনা হচ্ছে: সুইজারল্যান্ডে এক নওমুসলিমের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, আমি তাকে উপহার স্বরূপ মিসওয়াক দিলাম, সে খুশিমনে তা নিল এবং চুমু খেয়ে চোখের সাথে লাগালো আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো! সে পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে ভাঁজ খুললে তা থেকে প্রায় দুই ইঞ্চির ছোট একটি মিসওয়াকের টুকরো বের হলো। বলতে লাগলো: আমি ইসলাম গ্রহণ করার সময় মুসলমানরা আমাকে এই উপহারটি দিয়েছিলো। আমি খুবই স্ব-যত্নে তা ব্যবহার করছিলাম, এটি শেষ হয়ে যাচ্ছিলো এবং আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম যে, এখন আমি মিসওয়াক কোথায় পাবো! ব্যস! আল্লাহ তাআলা দয়া করেছেন এবং আপনি আমাকে মিসওয়াক প্রদান করলেন। অতঃপর সে আমাকে বললো যে, অনেক দিন ধরে আমি দাঁত ও মাঁড়ির ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলাম, আমাদের এখানকার দাঁতের ডাক্তার (Dentist) দ্বারা এর চিকিৎসা হচ্ছিলো না। আমি এই মিসওয়াকের ব্যবহার শুরু করলাম, **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** কিছুদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম। অতঃপর আমি যখন ডাক্তারের নিকট গেলাম তখন তারাও আশ্চর্য হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো: আমার ঔষধে তো তোমার এই রোগ এত তাড়াতাড়ি ভাল হতে পারে না, ভেবে দেখো অন্য কোন কারণ হতে পারে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বদী)

আমি যখন ভালভাবে মনে করলাম তখন স্বরণ আসলো, আমি মুসলমান হয়েছি এবং এই সব কিছুর বরকত মিসওয়াকের কারণেই। যখন আমি ডাক্তারকে মিসওয়াক দেখালাম তখন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলো।

﴿৮﴾ মিসওয়াক দ্বারা গলা ব্যথা এবং ঘাঁড়ে ফোলায় চিকিৎসা

এক ব্যক্তির গলায় এবং ঘাঁড়ে ব্যথা ছিলো আর ঘাঁড়ে ফোলাও ছিলো। গলার রোগের কারণে তার আওয়াজও খারাপ ছিলো। ঘাঁড়ের ব্যথা ও ফোলায় কারণে তার মাথাও ঘুরতো, যার কারণে তার স্বরণশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। সেই ব্যক্তি ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলো কিন্তু সব নিষ্ফল সাব্যস্ত হলো। কেউ তাকে মিসওয়াক ব্যবহার করার পরামর্শ দিলে সে নিয়মিত মিসওয়াক করতে থাকে। এর পাশাপাশি মিসওয়াককে দু’টুকরো করে পানিতে সিদ্ধ করতো আর সেই পানি দিয়ে গড়গড়া করতো। তাছাড়া যেখানে ফোলা ছিলো সেখানে কিছু ঔষধও লাগাতে থাকলো। এই চিকিৎসা খুবই উপকারী সাব্যস্ত হলো। এর উপর যখন পরীক্ষা চালানো হলো তখন তার ডান পাশের গ্রন্থির এক তৃতীয়াংশ প্রভাবিত ছিলো, যার প্রভাব পুরো শরীরেই পড়েছিলো। এই মিসওয়াকের চিকিৎসায় তার এই রোগ দূর হয়ে গেলো এবং সুস্থ হয়ে গেলো।

﴿৯﴾ মিসওয়াক এবং গলার গ্রন্থি (মাংস)

এক ব্যক্তি গলার গ্রন্থি (মাংস) বাড়ার কারণে দুশ্চিন্তায় ছিলো। তাকে (শাহতুত) এক প্রকার ফলের শরবত পান করতে দেয়া হলো এবং তাজা মিসওয়াক ব্যবহার করানো হলে রোগী খুবই তাড়াতাড়ি সুস্থতা অনুভব করলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (ভাবারানী)

❦ ১০ ❦ মিসওয়াকের ২৫টি বরকত

হযরত আল্লামা সায্যিদ আহমদ তাহতাত্তী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

“হাশিয়াতুত তাহতাত্তী”তে মিসওয়াক এর উপকারীতা ও ফযীলত এভাবে উদ্ধৃত করেন: ❦ মিসওয়াক শরীফকে আবশ্যিক করে নাও, এর থেকে উদাসীন হয়ো না। তা সর্বদা করতো থাকো কেননা এতে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে ❦ সর্বদা মিসওয়াক করতে থাকলে রোজগারে সহজতা এবং বরকত হয়ে থাকে ❦ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যায় ❦ কফ দূর করে ❦ দৃষ্টি শক্তি প্রখর করে ❦ পাকস্থলী ঠিক থাকে ❦ শরীরে শক্তি যোগায় ❦ স্বরণশক্তি প্রখর করে এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করে ❦ অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে ❦ নেকী বৃদ্ধি পায় ❦ ফিরিশতারা খুশি হয় ❦ মিসওয়াক শয়তানকে অসন্তুষ্ট করে দেয় ❦ খাবারকে হজম (পরিপাক) করে ❦ সন্তান জন্মদানে বৃদ্ধি লাভ করে ❦ বাধ্যক্য দেরীতে আসে ❦ পেটকে শক্তিশালী করে ❦ শরীরে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের জন্য শক্তি জোগায় ❦ মৃত্যুর যন্ত্রণা সহজ এবং কলেমা শাহাদাত স্বরণ করিয়ে দেয় ❦ কিয়ামতে আমল নামা ডান দেয়ায় ❦ পুলসিরাতে বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত গতিতে পার করিয়ে দেয় ❦ চাহিদা পূরণে তাকে সাহায্য করে ❦ কবরে শান্তি ও আরাম অনুভূত হয় ❦ তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় ❦ দুনিয়া থেকে পাক পবিত্র হয়ে বিদায় নেয় ❦ সবচেয়ে বড় উপকারীতা হলো, এতে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি রয়েছে।

(হাশিয়াতুত তাহতাত্তী আলা মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা ৬৮, ৬৯, সংক্ষেপিত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

মাদানী কাফেলা

আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন “ফিক্কে মদীনা” করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখ নিজের এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন।

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ এর বরকতে মিসওয়াকের সুন্নাতের উপরও আমল করার মানষিকতা সৃষ্টি হবে।

ইয়া রবে মুস্তফা! আমাদেরকে তোমার প্রিয় হাবীব, প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সদকায় মিসওয়াকের সুন্নাতের উপর নিয়মিত ভাবে আমল করার তৌফিক দান করো।

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



মদীনার
জলবাসা,
জান্নাতুল বাক্বী,
ঋচমা ও বিনা
হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয়
আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার
প্রত্যাশী।

রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরী
ডিসেম্বর ২০১৬ ইংরেজী

এই রিসালাটি পাঠ
করার পর সাওয়াবের
নিয়তে অপরকে দিয়ে দিন

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	শরহুল মাহযুব	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসলিম	দারুল ইবনে হায়ম, বৈরুত	ওমদাতুল কারী	দারুল ফিকির, বৈরুত
আবু দাউদ	দারুল ইহইয়ামি তুরাসিল আরবী, বৈরুত	কুতুল কুবুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	ইহইয়াউল উলুম	দারুল সাদির, বৈরুত
মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল	দারুল ফিকির, বৈরুত	হায়াতুল হায়ওয়ান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসান্নাফ আবী শায়বা	দারুল ফিকির, বৈরুত	লাওয়াকিহিল আনওয়ার	দারুল ইহইয়ামি তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
মুজামুল কবীর	দারুল ইহইয়ামি তুরাসিল আরাবী, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মারিফ, বৈরুত
আল বাহরুল যাখার	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হাকীম, মদীনা মনওয়ারা	হাশিয়াতুত তাহতাজী	বাবুল মদীনা, করাচী
আত তারগীব ওয়াত তারহীব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	মিরাতুল মানাযিহ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
ইবনে বাশকোয়াল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আনওয়ারে জামালে মুস্তফা	শাকিবর ব্রাদার্স, উদু বাজার, লাহোর
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
জমউজ জাওয়ামে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	মলফুযাতে আ'লা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
জামে সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
আল কামিল ফি দা'ফায়ের রিজাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত		

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

এই রিসালাটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী رحمۃ اللہ علیہ উর্দু ভাষায় লিখেছেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।
(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

E-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়তে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সুন্নাতে ভরা রিসালা পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

মুসাফিরের জন্য ৮টি জিনিস নিজের সাথে রাখা সুন্নাত

আমার আক্বা আ'লা হযরত,
رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ خَائِن
এর শ্রদ্ধেয় আব্বাজান রইসুল
মুতাকাল্লিমিন হযরত মাওলানা নকী আলী
খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লিখেন: হুযুর নবী
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
সফরে ﴿১﴾ মিসওয়াক, ﴿২﴾ সুরমাদানি
﴿৩﴾ আয়না ﴿৪﴾ চিরুনী ﴿৫﴾ কাঁচি
﴿৬﴾ সূই ﴿৭﴾ সুতা নিজের সাথে
রাখতেন। (আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, ১৬০ পৃষ্ঠা)
অপর এক বর্ণনায় ﴿৮﴾ “তেল” শব্দটিও
উল্লেখ রয়েছে। (সুবুলুল হদা, ৭/৩৪৭)

মাক্তাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬



E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net



দেখতে থাকুন
মাদানী চ্যানেল
বাংলা